তারিখ ... SEP 22 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

খুলনা পাবলিক লাইব্রেরি ধ্বংসের মুখে

অমল সাহা, *খুলনা অফিস*

খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার (পাবলিক লাইব্রেরী)-এর দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে। সংস্কার ও মেরামতের অভাবে লাইব্রেরী ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। চারদিকে বৃষ্টির পানি জমে থাকায় ভবনের ভিতরে স্যাতসেঁতে অবস্থা তৈরি হয়েছে। উইপোকার উপদ্রবও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে লাইব্রেরীর প্রায় ৮৩ হাজার কপি বই ও প্রাচীন পত্র-পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্রিকা সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। খুলনা-বরিশাল বিভাগের বৃহত্তম এই পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়নে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। জানা গেছে, ১৯৬২ সালে খুলনা মহানগরীর বয়রা এলাকায় খুলনা-যশোর মহাসড়কের পাশে বিভাগীয় পর্যায়ের বৃহত্তম এই পাবলিক লাইব্রেরীটি গড়ে তোলা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারীভাবে বিভিন্ন সময়ে বই সরবরাহ ছাড়া লাইব্রেরীর উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সরকার শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেও শিক্ষা খাতের অন্যতম বৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কোন সরকারই নজর দেয়নি। অথচ শিক্ষার্থীসহ সকল স্তরের পাঠকদের চাহিদা পূরণ করে আসছে এই লাইব্রেরী।

সূত্র জানায়, খুলনা বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারে উচ্চশিক্ষার পাঠ্য ও রেফারেন্স বইসহ বিভিন্ন স্তরের পাঠকদের চাহিদা পূরণে সক্ষম প্রায় ৮৩ হাজার কপি বই রয়েছে। প্রাচীন আমলের দৈনিকসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে শুরু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন পত্রিকা এই লাইব্রেরীতে সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়। এখান থেকে বইপত্র বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। লাইব্রেরীর নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী পাঠকক্ষে বসে বই বা পত্রপত্রিকা পড়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরীর বর্তমান দুরবস্থার কারণে দিন দিন পাঠক কমে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারটি তার ৪০ বছরের সুনাম হারাতে বসেছে।

বর্তমানে বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনবরত প্লাস্টার খসে পড়ছে। স্যাতসেঁতে ও আর্দ্রতার কারণে বইপত্র নষ্ট হচ্ছে। উইপোকায়ও বইপত্র কেটে ফেলছে। পাঠকক্ষও পরিবেশ উপযোগী নয়। সামান্য বৃষ্টি হলে গোটা লাইব্রেরী ভবনের চারপাশে পানি জমে যায়। সীমানা প্রাচীর না থাকায় ভবনটি সারাক্ষণ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। সূত্র জানায়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি লাইব্রেরী এই পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অথচ খুলনা পাবলিক লাইব্রেরীতে রয়েছে জনবল সঙ্কট। মোট ১৮টি পদের মধ্যে চারটি পদ শূন্য। সিনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে। ক্যাটালগার না থাকায় পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফটোস্ট্যাট মেশিন দীর্ঘকাল খারাপ থাকায় পাঠকরা প্রয়োজনীয় কোন বিষয় ফটোকপি করে নিতে পারছে না। মেশিনটি সচল করা হলে এর মাধ্যমে লাইব্রেরীর কিছু আয় হতো। পাঠকরাও ফটোকপি করার সুযোগ পেত।

সূত্র মতে, প্রতিবছর এ লাইব্রেরীর জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয় তা খুবই অপ্রতুল। লাইব্রেরী ভবনের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ২২ লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে একটি প্রকল্প তৈরি করে পূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও এ ব্যাপারে কোন সাড়া মেলেনি।

জীর্ণ ভবনের প্লাস্টার খসে পড়ছে॥ পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে উইপোকায় কেটে নষ্ট করছে বইপত্র